দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 1998
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

শিক্ষক স্বল্পতায় যাচ্ছে দিনকাল

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলোজী রাজশাহী দেশের প্রকৌশল শিক্ষার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রকৌশল শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি অনেকদিন যাবৎ বিভিন্ন রকম সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৮৬ সালে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহকে বিআইটিতে রূপান্তরের পর থেকে আশা করা হয়েছিল যে, বিআইটিসমূহ প্রকৌশল শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবে বিআইটিসমূহ সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা থাকলেও সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলের অবহেলার দরুন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ায়, সরকারী বাজেট অপর্যাপ্ত থাকায় এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বিআইটি আজ করুণ দৈন্য-দশার শিকার হয়েছে। বিশেষ করে রাজশাহী বিআইটিতে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শিক্ষক সমস্যা এখন প্রকট। পুরকৌশল ও যন্ত্রকৌশল বিভাগে এই সমস্যাটি আরও বেশী দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেশের প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে: বুয়েট ১:১৩, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১:১২, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ১:৯ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১:৯। অথচ সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও রাজশাহী বিআইটিতে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১:২২ যা উচ্চতর প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। রাজশাহী বিআইটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের পদ না থাকায়, খন্ডকালীন বা অস্থায়ী পদে অনেক মেধাবী ছাত্র এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছে পোষণ করছেন না, তারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। এমনও দেখা গেছে যে তিন বৎসর খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করার পরও তার পদ স্থায়ী হয়নি। আবার শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং পদোন্নতি না থাকায় এবং বিভিন্ন লবিং গ্রুপিং-এর ঝুট ঝামেলা এড়াতে অনেক সিনিয়র মেধাবী শিক্ষক দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। এভাবে রাজশাহী বিআইটি তথা দেশ মেধা হারাচ্ছে। আবারও দেখা যাচ্ছে, উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষক বিদেশ গমন করে অথচ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও অবৈধভাবে বিআইটিতে ফিরছেন না। ফলে ঐ সমস্ত পদ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে অনেকদিন যাবৎ শূন্য অবস্থায় থাকছে। সেশন জটের কারণে অতিরিক্ত ব্যাচ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন মত অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। এখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অধ্যাপকের পদ না থাকায় যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না। যেখানে প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম চারজন অধ্যাপকের প্রয়োজন সেখানে কোন কোন বিভাগে একজন অধ্যাপকও নেই। এভাবে রাজশাহী বিআইটিতে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য উচ্চ প্রযুক্তি শিক্ষা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারী বাজেট অত্যন্ত অপ্রতুল। অথচ সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের জন্য যে বাজেট দেয় বিআইটিসমূহের জন্য বিআইটি কাউন্সিলকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম বাজেট দেয়। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, প্রকৌশল শিক্ষার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিআইটিসমূহের জন্য সরকারী বরাদ্দ কতখানি অপ্রতুল। ইদানীং দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্তমান শিক্ষার পরিবেশ এবং মান নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। কিন্তু রাজশাহী বিআইটির শিক্ষার পরিবেশ এবং মান এখনও হুমকির সম্মুখীন হয়নি। তাই এই প্রতিষ্ঠানটির মান উন্নয়নে সরকারের যথাযথ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্পূর্ণ বিশ্ব যখন প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে তখন আমাদের মত দেশের প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়ন না ঘটিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর না হয়ে উন্নত হতে চেষ্টা করা কতখানি প্রজ্ঞার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ☐ এস আর সোহেল